যুগান্তর

তারিখ 04 AUG 2016
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

দারুলের সম্পদ ও ব্যাংক হিসাব জব্দে কমিটি হচ্ছে

ইউনিভার্সিটি অব সাউথ এশিয়া বন্ধের সুপারিশ করবে ইউজিসি

যুগান্তর রিপোর্ট

ইউনিভার্সিটি অব সাউথ এশিয়া (ইউএসএ) বন্ধের সুপারিশ করবে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)। রোববার সংস্থাটির চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মান্নানের নেতৃত্বে একটি টিম এই বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন শেষে প্রাথমিকভাবে এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অপরদিকে সনদ বাণিজ্যসহ নানা অভিযোগে উচ্চ আদালত কর্তৃক বন্ধ ঘোষিত দারুল ইহসান ইউনিভার্সিটির (ডিআইইউ) ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ও সম্পত্তি জব্দ করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে ইউজিসি চেয়ারম্যান রোববার সন্ধ্যায় যুগান্তরকে বলেন, 'আমি বিশ্ববিদ্যালয়টি পরিদর্শনে গিয়েছিলাম। এটি ছিল ঝটিকা অভিযান। আমার সঙ্গে ইউজিসির অন্য কর্মকর্তারা ছিলেন। আমাদের কাছে মনে হয়েছে, এটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে টিকিয়ে থাকার কোনো যৌক্তিকতা নেই। আমরা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করতে পারি না। তবে এটির বিরুদ্ধে চূড়ান্ত ব্যবস্থা নেয়ার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে সুপারিশ করব। তবে তার আগে শোকজ করা হবে।'

জানা গেছে, বেলা ১১টার দিকে ইউজিসি চেয়ারম্যানের নেতৃত্বাধীন টিম বনানী এলাকায় অবস্থিত বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌঁছায়। এ সময় তার সঙ্গে ছিলেন ইউজিসি উপ-পরিচালক জেসমিন পারভীন ও শাহীন সিরাজ। চেয়ারম্যান যুগান্তরকে বলেন, 'আমরা গিয়ে দেখি বিশ্ববিদ্যালয়ের গেট বন্ধ। বিশ্ববিদ্যালয়ে চ্যান্সেলর (রাষ্ট্রপতি) নিযুক্ত ভিসি, প্রোভিসি, ট্রেজারার নেই। এমনকি প্রশাসনের প্রধান কর্মকর্তা রেজিস্ট্রার নেই। একজন নিজেকে ডেজিগনেটেড প্রোভিসি দাবি করেছেন। কিন্তু তিনি চ্যান্সেলর নিযুক্ত নন। আমাদের কর্মকর্তারা ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি, কম্পিউটার ল্যাবে যান। আমরা ভিসির অফিসেও গিয়েছি। এক একটি কক্ষ খুলেছে আর দুর্গন্ধ বের হচ্ছিল। কোনো কক্ষ বহুদিন ব্যবহার না হলে যেমন গন্ধ আসে, তেমনটি মনে হয়েছে।' তিনি বলেন, 'আমাদের কোনো দায়িত্বশীল কর্মকর্তা গ্রহণও করেননি। তবে আমরা যাওয়ার অনেক পর কোনো স্থান থেকে একজন আসেন। তিনি নিজেকে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক পরিচয় দেন। এই কর্মকর্তাসহ যাদের পেয়েছি, তাদের কাছে জিজ্ঞেস করেও (তাদের) অফিস সময়সূচি জানতে পারিনি। কথিত পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের কাছ থেকে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ব্ল্যাংক সার্টিফিকেট নিয়ে এসেছি। এটির কোনো নিরাপত্তা পদক্ষেপ নেই। ফলে এটি যে কেউ চাইলে নকল করতে পারবেন।' তিনি বলেন, 'ডেজিগনেটেড প্রোভিসি বিশ্ববিদ্যালয়টির প্রতিষ্ঠাতার ছেলে। তিনি লন্ডনে থাকেন বলে জানিয়েছেন। এমন করুণ দশা যে বিশ্ববিদ্যালয়ের, সেটি চালু থাকলে অনেক ধরনের অপরাধ হতে পারে। তাই এটির বিরুদ্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া প্রয়োজন।' অধ্যাপক মান্নান বলেন, 'আমরা পরিদর্শনের সময় দেখি, একটি কক্ষে ক্লাস হচ্ছে। ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে কথা বলে জানলাম— তারা আলাদা তিনটি সেমিস্টারের। বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন ক্লাস হওয়া আশ্চর্যজনক। সব মিলিয়ে মনে

■ পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৫

অবৈধ ক্যাম্পাস চালাচ্ছে গ্রিন ইউনিভার্সিটি

ইউনিভার্সিটি অব সাউথ এশিয়া

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়টিতে অব্যবস্থাপনা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গেছে।' কমিটির সদস্য জেসমিন পারভীনের কাছে জানতে চাইলে বলেন, 'বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইনের ৬ এবং ৯ নম্বর ধারার স্পষ্ট লংঘন আমরা পেয়েছি। এই দুই ধারার লংঘন হলে সেই বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেয়ার বিধান আছে।' টিমের অপর সদস্য উপসচিব শাহীন সিরাজ বলেন, 'স্যারের (চেয়ারম্যান) এটি ঝটিকা অভিযান ছিল। ২০০৩ সালে প্রতিষ্ঠিত এই বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে ২৯০০ ছাত্রছাত্রী আছে বলে তারা জানিয়েছে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়টির পরিবেশ সামনে অবস্থিত স্কুলের (বনানী বিদ্যা নিকেতন) চেয়েও খারাপ। এটিকে বিশ্ববিদ্যালয় বলা যায় না। আমরা জঙ্গি ইস্যুতেও খোঁজখবর নিয়েছি।' জানা গেছে, ইউজিসির সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক একে আজাদ চৌধুরী এর আগে একইভাবে বিশ্ববিদ্যালয়টি আকস্মিক পরিদর্শন করেন। তিনি পরিবেশ উন্নয়নে বেশকিছু পরামর্শ দেন। কিন্তু তাতেও কোনো কাজ হয়নি।

গ্রিন ইউনিভার্সিটি : এদিকে বিকালে ইউজিসি সদস্য অধ্যাপক আখতার হোসেনের নেতৃত্বে আরেকটি টিম বিকালে রোকেয়া সরণিতে অবস্থিত গ্রিন ইউনিভার্সিটি পরিদর্শনে যান। তার সঙ্গে ইউজিসির উপসচিব জেসমিন পারভীনসহ আরও দু'জন কর্মকর্তা ছিলেন। পরিদর্শন টিমের একজন সদস্য জানান, বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন সাবেক সেনা কর্মকর্তা সম্প্রতি রেজিস্ট্রার হিসেবে যোগ দিয়েছেন। এরপর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশের উন্নতি ঘটছে। শিক্ষক নিয়োগে তিনি বেশকিছু উদ্যোগ নিয়েছেন। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ক্যাম্পাসের পাশে আরেকটি অননুমোদিত ক্যাম্পাস নেয়া হয়েছে। এটি বন্ধ করার পরামর্শ দেয়া হয়েছে।'

দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয় : বিতর্কিত এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ও সম্পত্তি জব্দসহ চারটি পৃথক কাজের জন্য চারটি কমিটি গঠন করতে ইউজিসিকে নির্দেশ দিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। অন্য তিনটি কাজ হচ্ছে, দারুলের সনদ নিয়ে কেউ কোথাও প্রত্যাখ্যাত হলে তাকে কীভাবে ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে সে উপায় বের করা। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোথায় কোথায় অ্যাকাউন্ট আছে তা খুঁজে বের করা এবং আউটার ক্যাম্পাস বন্ধ ও এতে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের সম্পর্কে করণীয় নির্ধারণ।

বিষয়টি নিশ্চিত করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব হেলাল উদ্দিন যুগান্তরকে বলেন, আদালত ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষার্থীদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে ৫ লাখ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দিতে বলেছেন। এর উপায় বের করতে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পদ এবং ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আমাদের প্রয়োজন। কিন্তু এই দুটি জিনিস আমরা সরাসরি দখল করতে পারব না। এর জন্য আদালতের আদেশ লাগবে। এই কাজ কীভাবে সম্পন্ন হবে সে উপায় বের করতে হবে।